সিনেআর্ট প্রোডাকসন্স (প্রাঃ) লিঃ-এর নিবেদন

গঙ্গা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
রাজেন তরফদার

এ কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবিদের জীবন সংগ্র কাহিনী।

বছরের মধ্যে তিন মাস তারা কাটায় ঘরে, বাকী সময় ভাসে জলে। বাঁচার সামান্য রসদটুকু সংগ্রহের জন্য যায় গঙ্গায়, যায় সমুদ্রে।

এ কাহিনী তাদের স্বল্প পরিসরের গার্হস্থ্য জীবন এবং শুধু মাত্র গঙ্গা অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

অবহেলিত, ভাসমান একটী সম্প্রদায়ের ছোট-খাট সুখ-দুঃখ, সংস্কার, আশা-নিরাশা, ক্লেশ আর বৈচিত্রকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে এই চিত্রে।

জীবন সংগ্রামের সেই মহান্ সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এই চিত্রটিকে উৎসর্গ করা হ'ল।

জল জীবন সম্বন্ধে ছোটো খাটো
গুটি কয়েক তত্ত্ব ঃ—

* জলের ওপরের দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ মাছের প্রাদুর্ভাবকে সাম্প্রদায়িক উক্তিতে বলা হয় 'টোটা',
* ইলিস মাছ ধরা জালের নাম 'স্যাংলো'।
* নদীর এপার এবং ওপারকে যুক্ত করে যে জাল তাকে বলা হয় 'বাঁধা ছাদি'।
* সামুদ্রিক জালকে বলা হয় 'পাটা জাল'।
* কাঁকড়ার বাচ্চাকে বলা হয় 'মেকো'।
* 'মুকড়া জল' অর্থাৎ 'নতুন জল'। ইলিশ মাছের আগমন যে জলে ঘটে।

সিনে আর্ট প্রোডাকসন প্রাইভেট লিমিটেডের

নিবেদন

সমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে-

গঙ্গা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **রাজেন তরফদার**

সঙ্গীত : সলিল চৌধুরী
সম্পাদনা : হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত
সংগঠনে : সুবোধ দাস ও
সুমনা ভট্টাচার্য্য
শিল্পনির্দ্দেশ : রবি চট্টোপাধ্যায়
লোকসঙ্গীত : নির্ম্মল চৌধুরী
সহযোগী সম্পাদক : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য
রূপসজ্জা : প্রানানন্দ গোস্বামী
ব্যবস্থাপনায় : শৈলেন দাস
প্রচার-পরিচালনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
প্রচার-অঙ্কনে : নির্মল রায়
সঙ্গীত গ্রহণে : বি, এন, শর্ম্মা (বম্বে)
বহির্দৃশ্যে শব্দযন্ত্রী : অবনী চট্টোপাধ্যায়
অন্তঃদৃশ্যে : দুর্গাদাস মিত্র
আবহ সঙ্গীত ও শব্দপুনর্লিখনে :
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
নেপথ্যকণ্ঠ :
মান্না দে, নির্ম্মল চৌধুরী,
সবিতা বন্দোপাধ্যায়
পঙ্কজ মিত্র
রত্নাদেবী
ও
সম্প্রদায়।

কর্ম্মসচিব : পবিত্র চক্রবর্ত্তী

মূল স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ। প্রোডাকসান প্রচার ওপ্রচারচিত্র : অজয় বিশ্বাস। জলজীবন ও প্রয়োগ কৌশল উপদেষ্টা : নটবর বিশ্বাস
অন্তর্দৃশ্য : টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
বহির্দৃশ্য : ভয়েস অফ ইণ্ডিয়ার গমকেলি ফেরনিক শব্দযন্ত্রে এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধায়নে পরিস্ফুটিত ও 'ওয়েষ্ট্রেক্স' শব্দযন্ত্রে শব্দ পুনর্যোজিত।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, র‍্যামনর্ড রিসার্চ লেবরেটরী (বম্বে) অনিল রায় (আসাম বেঙ্গল রিভার সার্ভিস) ত্রিবেনী ট্রিস্যুস, অশোক সমিতি (ত্রিবেনী) শক্তি মুখার্জ্জী (ত্রিবেনী), নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী (ফ্রেজারগঞ্জ), নমিতা সিন্‌হা, প্রবীর মজুমদার, অভিজিৎ, অমল চট্টোপাধ্যায়, হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বন্দোপাধ্যায়, ও, সি, গাঙ্গুলী, রঘুনাথ গোস্বামী প্রেমদাস পোদ্দার, রণজিৎ বিশ্বাস, অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, প্রনব বসু, হাসনাবাদ, রাজনগর, ফ্রেজারগঞ্জ, হালিসহরের মৎস্যজীবি সম্প্রদায়।

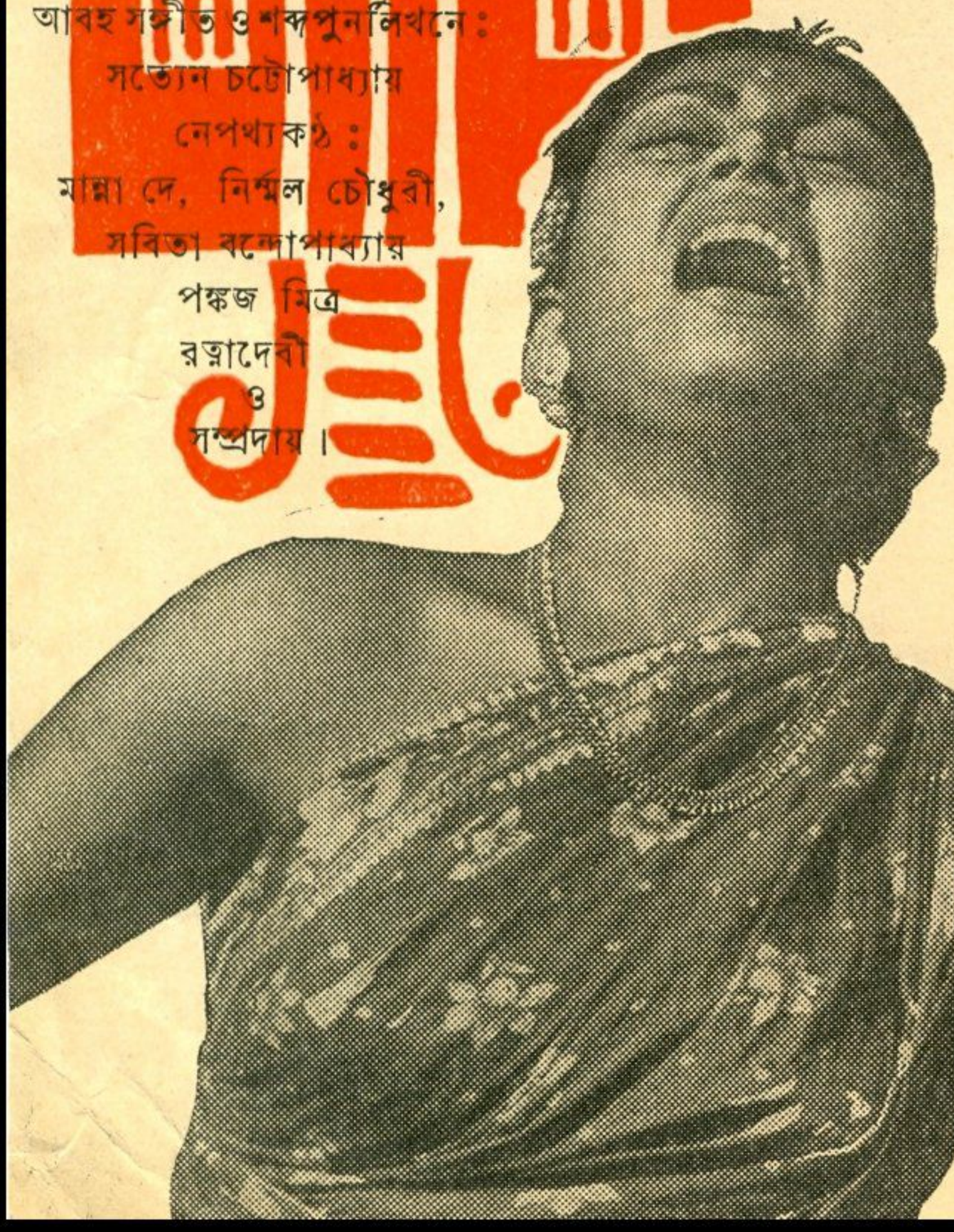

একমাত্র পরিবেশক

জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

গাঁয়ের নাম ধলতিতে। ইছেমতীর পার ঘেঁসে ঝালো, মালো, নিকিরি, চুন্নুরিদের গাঁ। বছরের মধ্যে প্রায় দশ মাস যারা কাটায় বিদেশ-বিভূঁয়ে জলে ভেসে মাছ মেরে, ড্যাঙায় ভেঁড়ে বাকী সামান্য সময়টুকুর জন্যে। আর সেই দু'মাস জমজমাট হয়ে থাকে সারা তল্লাট।

গাঁয়ে আজ আমোদের বান ডেকেছে। সোদপুরের নৌকা-বাইচে জিত হয়েছে—দলের মাথা তেঁতলে বিলেস—তেঁতুলতলার বিলাস। পাঁচু মালোর ভাইপো, নিবারণ মালোর ছেলে, গাঁয়ের সেরা জোয়ান বিলেস। বুক তো নয় কালো পাথরে কোঁদাই করা নিপুণ কারিগরের এক নিখুঁত সৃষ্টি যেন। লোকে বলে 'বাপ বসানো ছেলে।' বাপ ছিলো 'সাঁইদার', অনেক গণ্ডা নৌকোর 'শাবর' নিয়ে যেতো সমুদ্দুরে। কতো বিপদ, কতো দায়-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে, সকলের জান-মান সব হাতের মুঠোয় রেখে যেতে হত। নেতা সাঁইদার। 'এমনি বাপের ব্যাটা বিলেস, সে জিতবে নাতো জিতবে কেডা গো?'

সারা গাঁয়ে উল্লাসের ঝড় উঠলো আরো কাছে ঘেঁসে এলো অনুগত বন্ধুরা।

আরো একটি হৃদয়ে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছিলো যে অনুরাগ, এবার যেন তা বিকশিত হয়ে উঠলো। রোজ যখন দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে ফিরে আসে বিলাস মাছ মেরে তখন মাছ ধরা ভুলে নৌকের সারি দ্রুত চঞ্চল পায়ে পার হয়ে খালের মুখে এসে দাঁড়ায় যে মেয়েটি, তার নাম পাঁচী, গামলী পাঁচী অর্থাৎ গাবতলার। বিলাসের আসা যাওয়ায় পথে মুগ্ধ, বিস্মিত হরিণ-নয়ন মেলে সে চেয়ে থাকে। যাবার সময় কোনো কোনো দিন হয়তো বা বিলাস তার গালে কাঁদা বুলিয়ে ঠাট্টা করে বলে—কি গো গামলী পাঁচী?" ঠাট্টা করে বলে বটে, কিন্তু কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দুয়ারটিতে পা দিয়েছে যে মেয়ে, তার দেহের পরতে পরতে কোন্ সুখ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে তার খবর বিলাস কি রাখে, না সে অবসর তার আছে? বাপের মত সাঁইদার হয়ে সাগরে যেতে মনোবাসনা যার, ঘর বাঁধবার আকর্ষণ সে মনে থাকবে কি করে?

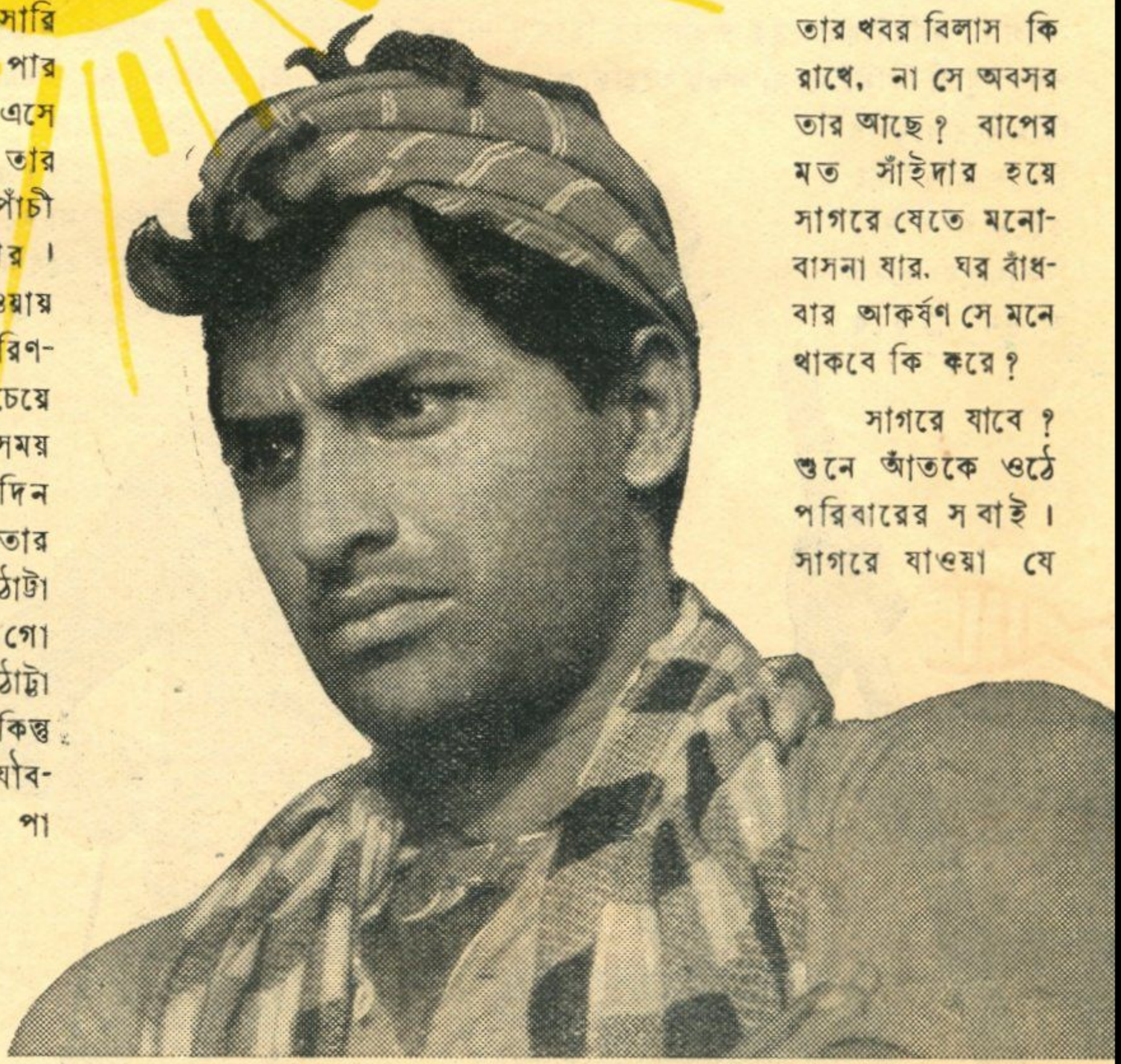

সাগরে যাবে? শুনে আঁতকে ওঠে পরিবারের সবাই। সাগরে যাওয়া যে মানা গো? ঠাকুরমহাশয়ের আদেশ এ বংশের আর কেউ কোনোদিন সাগরে মাছ মারতে যাবে না। গেলে সর্ব্বনাশ হবে।

ঠাকুরমশায়ের আদেশ আশঙ্কা দলা বেঁধে ওঠে পাঁচুর মনে। মনে পড়ে তার, মাছ মারতে বেরিয়ে একদিন আর ফিরে আসেনি মাছমারাকুলের সেরা গুণীন নিবারণ সাঁইদার—তার দাদা বিলাসের বাপ। দিনান্তে, এক জঙ্গলে পাঁচু আবিষ্কার করেছিলো তার রক্তাক্ত গামছা আর আশেপাশের কাদায় এক হিংস্র নরভূক বাঘের পদচিহ্ন। সেই নিবারণের ছেলে আজ সেই জঙ্গলে গিয়ে 'কসাড়' বেঁধে আসবে বলছে? পাঁচুর মনে ভাসে একখানি মুখ—সে মুখ গামলী পাঁচীর। সেই মিষ্টি মুখের মায়ায় কি বাঁধা পড়বে না বিলাসের উদাসী মন?

শুধু গামলী পাঁচী নয়, বিলাসের জন্যে পথ চেয়ে থাকে আর একজন। শোষ বাতের রুগী, দিন রাত্তির বিছানায় পড়ে থাকা অমর্তর তেজপক্ষের বউ। বউ তো নয়, দেখন বউ।

সাজে, গোজে, আর বিলাসের আসা-যাওয়ার পথ আগলে তাকে ওস্‌কায়। 'ওই মদ্দার মনকে ড্যাঙায় ভেড়াতি হলে চাই এট্টা শক্ত সোমত্ত বউ'—বললে পাঁচুর বাপ। পাচু পাকাপাকি করে এলো কথা। আশ্বিনে, গঙ্গা থেকে মাছধরা সেরে ফিরে এসেই পাঁচীর সঙ্গে বিলেসের বিয়ে দেবে সে। আনন্দে, উল্লাসে মেতে ওঠে গামলী পাঁচীর মন। কিন্তু বিলাস? তার মন কোথায়?

"কূল নাই, সীমা ন'ই, অথৈ দইরার পানি,
দিবসে নিশীথে ডাকে, দিয়া হাতছানি রে,
অকূল-দরিয়ার বুঝি কূল নাই রে!"

বাগবাজারের লক্‌গেট পার হয়ে গংগায় পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীকে ডাইনে রেখে, বিলাস গায় জলের টানে নাড়ীতে টান পড়ার বেদনার গান।

সব মাছমারারই ডেরা আছে গংগায়। আছে মহাজন, মুরুব্বি, ফড়ে। আর কারো কারো বা মনের মানুষ। মাছমারার জীবন তো ভেসে যাওয়ার জীবন। তাই কারো কারো বা মন ঘাটে ঘাটে করে মনের বেসাতি। বছর বছর পাঁচু আসে—আজও তাদের মহাজন দামিনী ফড়েনি।

কিন্তু এবার দামিনী জানালো ব্যবসা আর তার হাতে নেই। লেনদেন হবে তার লাতিন হিমির সংগে। দামিনীর মেয়ের পয়সাতেই ছিলো দামিনীর ব্যবসা। আশেপাশের শহর বাজারে দেহের পশরা খুলে হিমির মা যা সঞ্চয় করেছিলো, তুলে দিয়েছিলো দামিনীর হাতে। এবার তার মৃত্যুর পর হিমি এসে ব্যবসার ভার নিজের হাতে নিয়েছে! মায়ের ব্যবসার পথে পানা বাড়িয়ে এসেছে জাতব্যবসা করেতে। কাজেই বোঝাপড়া করতে হবে তার সংগে—যদি সে খুশী হয়। না হলে…? খেপে ওঠে বিলাসী মেহনতের ফল নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে নাকি? চোখে তার আগুন ঠিক রে উঠলো হিমির কথায়। আর সেই আগুনে

পুড়লো হিমি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো বিলাসকে প্রত্যেকটি খাঁজে খাঁজে বিচার কয়তে লাগলো ভাস্কর্যের এই নিপুণ সৃষ্টিকে।

ভাবলো—'বাপরে, আমার ঠেকারে কথায় কালো চোখে কি আগুন! এমন মানুষ জন্মে দেখিনি!'

সূয্যি ওঠে, মাছ ধরতে যায়। সূয্যি ডোবে, মাছ ধরে ফেরে। পথ চেয়ে থাকে হিমি। আর বিলাস, সে কি 'অথৈ দরিয়ার' কুল খুঁজে পেলো নাকি? মন তার কেন এমন করে টানে ঘাটে—যেখানে কাঁখালে চুবড়ি, হ্যারিকেন হাতে,ছম্ ছম্ মল বাজিয়ে ঘাটের পৈঠে বেয়ে নেমে আসে হিমি—দামিনীর লাতিন। হাসে ঠোঁট টিপে। চুপড়ি নিয়ে চলে যাবার সময় কাছে ঘেঁষে এসে ডাকে—'ঢপ।' আর তখন তার একটুকরো কথায় তোলপাড় হয়ে যায় বিলাসের সমস্ত অনুভূতিতে। কিন্তু তোলপাড় শুধু বিলাসের বুকেই হয় না। হয় পাঁচুর বুকেও। ক্রুদ্ধ পাঁচু বলে— 'পাজী, শহরের ফড়েনির সঙ্গে পিরীত করতে এয়েচিস? জানিস্, ও কি মেয়ে?'

অন্যদিকে দামিনী বোঝায় হিমিকে—'সব্‌বনেশের ব্যাটা ও, সব্‌বনাশা রক্ত ওর গায়ে! এ সব্‌বনেশে আগুন নিয়ে খেলা করিসনি দিদি. আমার মতন তুইও জ্বলে পুড়ে মরবি'

সংকল্প করে হিমি কালো চোখের আগুনে পুড়তে আর ঘাটে যাবে না সে।

কিন্তু এই সংকল্প বেশীদিন থাকে না তার। জলে আসে 'টোটা', মাছের অকাল। আনে অনাহার, রোগ, মৃত্যু। হাহাকার করে ওঠে মাছমারাকুল ব্যাধি গ্রাস করে পাঁচুকে। দুরন্ত আমাশয়। চিকিৎসা করাবে সে সঙ্গতি কই? তার ওপর আছে মরীয়া জীবন-সংগ্রাম! আরো আছে দুর্ভিক্ষের নিত্য সঙ্গী হিংসা, দ্বেষ, সংঘর্ষ। ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে রক্তপাত। আছে পরের কারণে মৃত্যুর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো বিলাসের জন্যে চিন্তা। ক্ষীণ হয়ে আসে পাঁচুর জীবন-প্রদীপের শিখা। ব্যাকুল হিমি ছুটে আসে,—বলে, 'খুড়ো, জল ছেড়ে আমার ঘরে চলো। চিকিৎসা করাবো, সারিয়ে তুলবো।' পাঁচুর সরল অন্তর হিমির এই সহানুভূতিতে গলে যায়, নতুন করে পরিচয় পায় হিমির হৃদয়ের। বলে—'মাছ মারি মা জলই আমাদের জীবন। যত্‌খন বসে আছি, শুতে পারবো না।'

সে এক ঝড়জলের রাত। মাছমারার যত নৌকোর মাছের আশায় 'গড়ান' মেরে চলেছে। বিলাসের হাতে মৃত্যু-যাত্রী পাঁচু হাল তুলে দেয়—শুধু নৌকোর হাল নয়, সংসারের হালও। বলে—'ভয় পাসনি—মাছমারাকে ভয় পেতে নেই। 'টোটা'র শেষ দেখে যাস্। তারপর স্তিমিত চোখ তার কি আশার যেন জ্বলে ওঠে, বলে: 'লাতীনের মনখানি পোস্কার, যদি যেতে চায় তো নে যাস ঘরে বউ করে!' খুড়োকে বুকে ধরে ছোট্ট শিশুর মত অসহায় বিলাস ডুকরে কেঁদে ওঠে। পাঁচুর শিথিল হাত খসে পড়ে গংগার বুকে। ফুলে ফুলে চলেছে গংগা। উত্তাল ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় পাঁচুর হাত। সে হাত থেকে কি জীবন তার তর্পণ গ্রহণ করে?

মৃত্যু শোকের ছায়া যেমন ফেলে. তেমনি আবার আগুণও জ্বালায়। পাঁচুর মৃত্যুতে জ্বালা ধরে মাছমারাকূলের বুকে। সাগরে যাবে তারা। মৃত্যু সত্য। আরো বড় সত্য জীবন। কোনো সংস্কার আর মানবেনা তারা! নেতা হবে তাদের বিলাস। নিবারণ সাঁইদারের ব্যাটা তেঁতলে বিলেস।

কিন্তু হিমি? সে কি যাবে বিলাসের ঘরে, ঘরের বউ কে? দামিনী প্রশ্ন তোলে—পাপের রক্ত গায়ে নিয়ে পারবে কি হিমি সব অকল্যাণের হাত থেকে বিলাসকে বাঁচাতে? শিউরে ওঠে হিমি। ভাবে, একার পাওয়া বড়, না সবার জন্যে হারানো বড়?

* * * *

এক মেঘনিমু ক্ত আলোকোজ্জ্বল দিনে এক নৌকোর সাঁই যায় সাগরে। সাঁইদার কে?

না, তেঁতলে বিলেস।

তেঁতুল তলার বিলাস সমুদ্রে যায়।

সঙ্গীত

(১)

গঙ্গা গঙ্গার তরঙ্গে
প্রাণ পদ্ম ভাসাইলাম রে
গঙ্গা রাখিও যতনে বুকে নিয়া
মাগো দুলায়ো আশার ঢেউ দিয়া
রে——॥

ভাটায় ভাটায় আর জোয়ারে জোয়ারে
মোর প্রাণ সখা যায় তোমারি দুয়ারে
মাগো রাখিও যতনে বুকে নিয়া
দুলায়ো আশার ঢেউ দিয়া
রে——।

(২)

ঘাটে কেউ ছিলনা
মনের মানুষ পাবার আসে
নদীর ধারে থাকি বসে
এলো না সে—
বেলা বহে যায়
সখীগো—
বুঝি অভাগীনির কর্ম্মদোষে
সাগর নিশ্বাসে শুকায়ে যায়
কেন সে এলো না যমুনায়॥

(৩)

সজনী—
সজনী গো সজনী
হইবেনি মোর ঘরনী
কপালে সিন্দুর দিব
রাঙা মাথায় চিরুনী
ও সজনী—
সাগরের অতল ছানিয়া
তোমায় দিবগো আনিয়া
অঙ্গের শাড়ী দিব
কামরাঙা রঙ বরনী
ও সজনী—
নিশীদিন তোমারে হেরিয়া
হৃদি রবেগো ভরিয়া
হইয়ো গো তুমি নদী
আমি হইব তরনী।
ও সজনী—

(৪)

শিবের আজ বড় রঙ্গ
পিঙ্গল জটার মাঝে গঙ্গার তরঙ্গ
গঙ্গায় চল দেখি গিয়া গো
আনন্দ হইল মন
গঙ্গারে পূজিতে আইলেন
যত নারীগণ
ধান্য দুর্ব্বা দিলা
দিলা পুষ্প চন্দন ॥
গঙ্গায় চল দেখি গিয়া গো
আনন্দ হইল মন।

(৫)

আমায় ডুবাইলিরে আমায় ভাসাইলিরে
অকূল দরিয়ার বুঝি কুল নাইরে
কুল নাই সীমা নাই
অথৈ দইরার পানি
দিবসে নিশীথে ডাকে
দিয়া হাত ছানিরে
অকূল দরিয়ার বুঝি কুল নাইরে।

পানাসা জালে সাঁই ভাসায়
সাগরের পানে—
জীবনের ভেলা ভাসাইলাম
ভাইকোনা পিছনেরে
অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাইরে ॥
আসমান চাইয়া দইরার পানে
দইরা আসমান পানে
লক্ষ বছর পার হইল
কেউ না কারে জানেরে
অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাইরে ॥

(৬)

ইচ্ছা করে ও পরাণ ডারে
গামছা দিয়া বান্ধি
আইরণ বাইরণ কইলজা তারে
মশলা দিয়া রান্ধি
ইচ্ছা করে।

জল ভরিতে গেলাম আমি
আনা জল ফেলিয়া
কলসি ভরিলাম আমি
নয়ন বারি দিয়া
কুটিলা ননদি ঘরে
ধুয়ার ছলে কান্দি ॥
বড়ই জ্বালা না হেরিলে
হেরিলেও হয় জ্বালা
কি করি এ পরাণ নিয়া
ওগো নিঠুর কালা।
তোমার সাথে প্রেম করিয়া
গোলক ধাঁধায় ধান্ধি ॥

—চরিত্র চিত্রণে—

বিলাস	নিরঞ্জন রায়	কদম পাঁচু	মহম্মদ ইস্রাইল
পাঁচু	জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়	পরাণ	উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়
হিমি	রুমা গাঙ্গুলী	সুরীণ	কাজল মজুমদার
দামিনা	সীতা মুখোপাধ্যায়	ছিদেম	বাদল মণ্ডল
গামলী পাঁচী	সন্ধ্যা রায়	অনাথ	ভোলানাথ কয়াল
নিবারণ	রঞ্জন মুখোপাধ্যায়	বশির	সুশীল ঘোষ
পাঁচুর বাবা	প্রমথনাথ ঘোষ	রসিক	রথীণ ঘোষ
পাঁচুর কাকা	তুলসী লাহিড়ী	মহাজন	মনি শ্রীমানী
বিলাসের মা	সুরুচি সেনগুপ্তা	অর্জ্জুন	ভবতোষ ভট্টাচার্য্য
পাঁচুর বউ	সাধনা রায়চৌধুরী	আতরবালা	নমিতা সিন্‌হা
অমর্ত্তর বউ	সুমনা ভট্টাচার্য্য	দুলাল	মন্মথ মুখার্জ্জী
অমর্ত্ত	কিশোরী পাইন	ফড়ে	মনোরঞ্জন নাথ
নেত্য	সমীর সমাজপতি	ছিমন্ত	বিমলেন্দু মুখার্জ্জী
পাঁচুর বড় মেয়ে	গীতা	ব্রজেন ঠাকুর	হরিমোহন বসু
পাঁচুর ছোট মেয়ে	গায়ত্রী	গদাধর সাঁপুই	দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়
অনন্ত	তারাপদ গাঙ্গুলী	ফড়েনি	মাধুরী
ঠাণ্ডারাম	গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী	সয়াখুড়ি	শেফালী বন্দোপাধ্যায়
সয়ারাম	দেবী নিয়োগী		

এবং অন্যান্য ভূমিকায়

ভানু, বংশী, কাবুল, সতু, ননী, ফকির, পাঁপড়ী, দিলীপ ও
শতাধিক মাছমারা।

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : অনিল ঘোষ, অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য, অজয় বিশ্বাস, উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দাস। সঙ্গীত : কানু ঘোষ। সম্পাদনায় : গিরীশ রঞ্জন। শিল্পনির্দ্দেশে : দিবাকর দাস। চিত্রগ্রহণে : সুনীল চক্রবর্ত্তী, শঙ্কর গুহ, সুখেন্দু দাশগুপ্ত (অন্তর্দৃশ্যে) সৌমেন্দু রায়, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী. রবীন সেনগুপ্ত। বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণে : কে, কুমার ও উদিয়া। ব্যবস্থাপনায় : বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। আলোকনিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, সুভাষ ঘোষ, পাহাড় সিং, মতিলাল, অগ্‌নু, ধনঞ্জয় নস্কর, তপন সেন, যতীন, সুকুমার, কেষ্ট।
ব্যবস্থাপনায় কর্ম্মীবৃন্দ : দুলাল দাস, অনু, শঙ্কর, হরি,
বেচু, ফকির, টোপ বাহাদুর, কালি (হাসনাবাদ)

[redacted]

সুপ্রিয়া * সৌমিত্র * অনিল

অভিনীত

জনতা পিকচার্স-এর

স্বরলিপি

পরিচালনা:
অসিত সেন

সঙ্গীত:
হেমন্ত মুখার্জী

NIRART

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত